১৭-০৬-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "অব্যক্ত বাপদাদা". রিভাইসঃ ১২-১২-৮৩ মধুবন

একাগ্রতা দ্বারা সর্বশক্তির প্রাপ্তি

আজ, সবাই তোমরা মিলন উদযাপনের একই শুদ্ধ সঙ্কল্পে স্থিত, তাই না ! একই সময়, একই সঙ্কল্প - একাগ্রতার এই শক্তি অতি শ্রেষ্ঠ । সংগঠনের এক সঙ্কল্পের একাগ্রতার এই শক্তি, তুমি যা চাও সেটাই অর্জন করতে তোমায় সমর্থ করে তোলে । যেখানে একাগ্রতার শক্তি আছে সেখানে সর্বশক্তি সাথে আছে, এইজন্য একাগ্রতাই সহজ সাফল্যের চাবি । এক শ্রেষ্ঠ আত্মারও একাগ্রতার শক্তি চমৎকার করে দেখাতে পারে, সুতরাং, একবার ভাবো, অনেক শ্রেষ্ঠ আত্মাদের একাগ্রতার সঙ্কল্প শক্তি সংগঠিত রূপে কি না অর্জন করতে পারে ! যেখানে একাগ্রতা, সেখানে শ্রেষ্ঠত্ব এবং স্পষ্টতা স্বতঃই থাকবে । যে কোনও নবীনত্বের ইনভেনশনের জন্য একাগ্রতা আবশ্যক, সেটা লৌকিক দুনিয়ার ইনভেনশন হোক বা আধ্যাত্মিক ইনভেনশন, একাগ্রতা অর্থাৎ এক সঙ্কল্পে স্থির হওয়া । একের প্রতি ভালোবাসায় মগ্ন হওয়া । একাগ্রতা চারিদিকে উদ্দেশ্যহীনভাবে এদিক-ওদিকে ঘুরে বেড়ানো থেকে সহজেই রেহাই দেয় । যত সময় ধরে একাগ্রতার স্থিতিতে স্থিত হবে তোমরা ততটা সময়ই দেহ আর দেহের দুনিয়া সহজভাবে ভুলে যাবে, কারণ সেই সময়ের জন্য তোমার দুনিয়াই সেইরকম হয়ে যায়, যেখানে তুমি সম্পূর্ণভাবে সমাহিত হও । এইরকম একাগ্রতার শক্তির তুমি অনুভাবী হয়েছ ? একাগ্রতার শক্তি দ্বারা তোমরা যেকোনও আত্মার কাছে মেসেজ পৌঁছাতে পারো ; যেকোনও আত্মাকে আহ্বান করতে পারো । যেকোনও আত্মার আওয়াজ ক্যাচ করতে পারো । দূরে বসেও যেকোনও আত্মাকে সহযোগ দিতে পারো । এই একাগ্রতা সম্পর্কে তোমরা জানো, তাই না ? এক এবং একমাত্র বাবা ব্যতীত আর কোনও সঙ্কল্প হতে দিওনা । এক বাবার মধ্যে সারা সংসারের সর্বপ্রাপ্তি অনুভূত হতে হবে । শুধুই এক, আর কেবল এক ! পুরুষার্থ দ্বারা একাগ্র হওয়া, সেটা আলাদা স্টেজ । কিন্তু একাগ্রতায় সুস্থিত হওয়া, অতি শক্তিশালী স্টেজ । এইরকম শ্রেষ্ঠ স্থিতির এক সঙ্কল্পও বাবা সমান হওয়ার অনেক অনুভূতি করায় । এখন এই রূহানী শক্তির প্রয়োগ করে দেখ । এইজন্য তোমার একান্তের সাধন প্রয়োজন । এইরকম অভ্যাস হলে লাস্টে চতুর্দিকে হাঙ্গামা হতে থাকলেও যখন সবাই তোমরা এঁকের গভীরে হারিয়ে যাবে, তখন হাঙ্গামার মধ্যেও একান্তের অনুভব করবে । কিন্তু এই অভ্যাস অনেক সময় ধরে করার প্রয়োজন, তবেই চারিদিকের অনেক প্রকারের হাঙ্গামা হওয়া সত্ত্বেও তোমরা নিজেদের একান্তবাসী অনুভব করবে । বর্তমান সময় এইরকম গুপ্ত শক্তিদের দ্বারা অনুভাবীর প্রতিমূর্তি হওয়া অতি আবশ্যক । সবাই তোমরা এখনও নিজেদের বিজি মনে করছো, কিন্তু এখন তবুও অনেক ফ্রি আছো । পরে তোমাদের আরও উন্নতির সাথে অধিকতর বিজি হয়ে যাবে । এইজন্য বিভিন্ন রকমের স্ব-অভ্যাস, স্ব-সাধনা এখন যথাসাধ্য চেষ্টা করো । চলতে ফিরতে যতটা সময়ই নিজের জন্য পাও সেটা উপযুক্ত বিধির অভ্যাসে সফল করতে থাকো । দিন দিন বাতাবরণ অনুযায়ী ইমার্জেন্সি কেসেস্ (cases) বেশি আসবে । এখন তোমরা পুরোপুরিভাবে আরামে তাদের ওষুধ দিয়ে সুস্থ করছো । পরে ইমার্জেন্সি সব কেসের কারণে তোমাদের কম সময়ে এবং অল্প পরিমাণ শক্তিতে আরো বেশি কেস করতে হবে । যখন তোমরা চ্যালেঞ্জ করছো যে বিশ্বের জন্য একটাই হসপিটাল আছে সদা অবিনাশী নিরোগী হওয়ার, তখন চারিদিকের রোগীরা কোথায় যাবে । ইমার্জেন্সি কেসের লাইন হবে । সেই সময়ে তোমরা কি করবে ? অমর ভব র বরদান দেবে, তাই না ! স্ব-অভ্যাসের অক্সিজেন দ্বারা সাহসের শ্বাস দিতে হবে । অনেক হোপলেস কেস অর্থাৎ যারা চারিদিকের সবকিছুতে ভগ্নোৎসাহ হয়েছে, তারাও আসবে । এইরকম হোপলেস আত্মাদের সাহস দিতে হবে, তাদেরকে এই সাহসের শ্বাসই দিতে হবে ।

তৎক্ষণাৎ তোমাদের অক্সিজেন দিতে হবে । সেই স্ব-অভ্যাসের আধারে এমন আত্মাদের তোমরা শক্তিশালী বানাতে পারবে ! সুতরাং ফুরসৎ নেই এটা ব'লোনা । ফুরসৎ থাকলে এখনই আছে, কিন্তু পরে আর তোমাদের সময় থাকবে না । লোককে যতই বলো যে তোমার সময় নেই, কিন্তু সময় করে নিতে হবে । তোমরা তাদের এটাই বলো, তাই না ! অতএব, স্ব-অভ্যাসের জন্য সময় পেলে তোমরা করবে, না । সময় বার করে নিতে হবে । স্থাপনার আদিকাল থেকে এক বিশেষ বিধি চলে আসছে । সেই বিধি কি ? বিন্দু বিন্দুতে সরোবর । সুতরাং, সময়ের জন্যেও এই বিধি গ্রহণ করতে হবে । যে সময়টুকুই তোমাদের আছে, এই অভ্যাসে সর্ব অভ্যাস স্বরূপ সাগর হয়ে যাবে । এমনকি যদি তুমি সেকেন্ড মাত্র সময়ও পাও, সেটাও অভ্যাসের জন্য জমা করতে থাকো । শুধু ভাবো সেকেন্ড সেকেন্ড করেই তুমি কতো জমা করে ফেলবে ! সেটা একত্র করলে অধঘন্টাও হতে পারে । চলতে-ফিরতে অভ্যাসীদের মতো হও । চাতক পাখি যেমন এক এক বিন্দুর জন্যেও তৃষ্ণার্ত থাকে । এইরকম স্ব-অভ্যাসী তোমরা, চাতক বিহঙ্গেরা, একেক সেকেন্ড এই অভ্যাস যদি ক্রমাগত চালিয়ে যাও তবে অভ্যাসস্বরূপ হয়ে যাবে ।

স্ব-অভ্যাসে অমনোযোগী হয়োনা, কারণ অন্তে বিশেষ শক্তির অভ্যাস প্রয়োজন । সেই প্র্যাকটিক্যাল পেপার্সের ভিত্তিতেই নাম্বার নিতে যাচ্ছ, সেইজন্য ফার্স্ট ডিভিশন নেওয়ার জন্য স্ব-অভ্যাস ফাস্ট করো । তাতেও একাগ্রতার শক্তির বিশেষ প্র্যাকটিস করতে থাকো । কোনস্থানে হয়তো হাঙ্গামা হতে পারে, কিন্তু তোমরা অবশ্যই একাগ্র হও । সাইলেন্সের স্থানে বা পরিস্থিতিতে একাগ্র হওয়া, এতো সাধারণ ব্যাপার, কিন্তু চারিদিকের অস্থিরতার মধ্যে এক -এর মধ্যে হারিয়ে যাও অর্থাৎ একান্তবাসী হয়ে যাও । একান্ত হয়ে নিজে একাগ্রতায় স্থিত হওয়া, মহারথীদের মহান পুরুষার্থ । নতুন বাচ্চাদের জন্য এটা অতি সহজ বিধি । শুধু একই জিনিস স্মরণ করো এবং একই বিষয়ে সবাইকে শোনাও । তাহলে একটা বিষয় স্মরণ করা বা সবাইকে শোনানো কোনো কঠিন কিছু নয়, তাই না ! যদি অনেক বিষয় থাকে তো তোমরা ভুলে যাও, কিন্তু যদি একটা হয়, তাহলে ভুলবে না । শুধু নিরন্তর এক -এর মহিমা করতে থাকো, এক -এর গীত গাইতে থাকো এবংএক -এরই পরিচয় দিতে থাকো । এটা তো সহজ, নাকি এটাও কঠিন ! যেখানে এক সেখানে তোমাদের স্থিতি একরস হয়ে যায় । আর কি চাই তোমাদের ! একরস স্থিতিই তো চাই, তাই না ! সুতরাং, ব্যস্, শুধু এক শব্দ স্মরণে রাখো । এক -এর গীত গাইতে হবে, এক'কে স্মরণ করতে হবে, কতো সহজ ! নতুন বাচ্চাদের জন্য বাবা শর্টকাট রাস্তা দেখিয়ে দিচ্ছেন, যাতে তোমরা তাড়াতাড়ি পৌঁছাতে পারো । এটাই তো চাও, তাই না ! তোমরা এসেছ পরে, কিন্তু যেতে চাও আগে, সুতরাং শর্টকাট রাস্তা । যদি তোমরা ক্রমাগত এই রাস্তায় চলতে থাকো তো আগে পৌঁছে যাবে । মাতারা চায় সবকিছু সহজ হবে, তাই না ! কারণ তোমাদের বহু বহু জন্মের অনেক ক্লান্তি, সেইজন্যই তোমরা সবকিছু সহজ চাও । লক্ষ্যহীনভাবে তোমরা কতো ঘুরেছ ! ৬৩ জন্ম তোমরা হারা উদ্দেশে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়িয়েছ । সহজ মার্গ আপন করে নিলে লক্ষ্যে পৌছেই যাবে । বুঝেছ তোমরা, আচ্ছা !

এখানে নতুনও বসে আছে আর মহারথীরাও বসে আছে । উভয়েই বাবার সামনে । সবচেয়ে বেশি কাছে গুজরাট, তাই না ! কাছের হওয়ার সাথে গুজরাটনিবাসী সহযোগীও বটে ! সহযোগিতার ক্ষেত্রে গুজরাটের নম্বর রাজস্থানের আগে । আবু রাজস্থানে । বাস্তবে রাজস্থান বেশি কাছে, তাই না ! যদি রাজস্থানের রাজারা জাগ্রত হন, তবে তাঁরা চমৎকার করতে পারেন । এখন তাঁরা গুপ্ত, কিন্তু পরে তাঁরা প্রত্যক্ষ হবেন । জানো তোমরা, গুজরাটের জন্ম কিভাবে হয়েছিল ? গুজরাটকে প্রথমে সহযোগ

দেওয়া হয়েছিল । সহযোগের জলে বীজ বোনা হয়েছিল । সুতরাং সহযোগের ফলই তো বেরোবে, তাই না ! ডাইরেক্ট বাবার থেকে সহযোগের জল পেয়েছিল গুজরাট । এইজন্য ফলও বেরোয় সহযোগের । বুঝেছ তোমরা ! তোমরা গুজরাটবাসী কতো ভাগ্যবান ! গুজরাটে বাপদাদা সেন্টার খুলেছেন । গুজরাট খোলেনি, এই কারণে না চাইতেও সহজেই সহযোগের ফল বেরোতেই থাকবে । তোমাদের মেহনত করতে হবে না । কোনো কার্যেই তোমাদের মেহনত করতে হবে না । ধরিত্রী সহযোগের সেই ফল । আচ্ছা ।

স্ব-অভ্যাসের সব চাতকদের, সদা একান্তবাসী, একাগ্রতার শক্তিশালী আত্মাদের, সদা স্ব-অভ্যাসের শক্তি দ্বারা যারা সবাইকে ভগ্নোৎসাহ থেকে হৃদয়ে খুশি ভরিয়ে দেয়, সদা সর্বশক্তিকে প্র্যাকটিক্যালি প্রয়োগ করে, এমন শ্রেষ্ঠ স্ব-অভ্যাসকারী, স্বরাজ্য অধিকারী, শ্রেষ্ঠ মহাবীর আত্মাদের এবং নতুন বাচ্চাদের, সবাইকে বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ এবং নমস্কার ।

কেউ আসে আর কেউ যায় । এটা আসা যাওয়ার মেলা । বাপদাদা সব বাচ্চাদের দেখে খুশি হন । তোমরা নতুনই হও বা পুরানো, তোমরা ভাষা জানো বা না জানো, মুরলি বুঝতে পারো কি না পারো, কিন্তু তোমরা তো বাবারই । তবুও তো তোমরা ভালোবেসে এখানে পৌঁছে যাও । বাবা কিসের জন্য ক্ষুধার্ত ? ভালোবাসার । সাধারণ বোধের জন্য ক্ষুধার্ত নন । বাবা ভালোবাসা দেখেন - হৃদয়ের ভালোবাসা । যতটা তোমরা ভোলাভালা ততটাই প্রকৃত ভালোবাসা তোমাদের আছে, চাতুর্যপূর্ণ ভালবাসা নয়, এইজন্য ভোলাভালা বাচ্চা সবচেয়ে প্রিয় । তাঁর যেমন নলেজফুল হওয়ার টাইটেল আছে তেমনই ভোলানাথ টাইটেলও আছে । উভয়েরই স্মৃতিচিহ্ন আছে । নতুন বাচ্চাদের স্নেহপূর্ণ উপলব্ধি খুব ভালো । আচ্ছা -

পার্টির সাথে অব্যক্ত বাপদাদার পার্সোনাল সাক্ষাৎকার

১) সদা নিজেকে ডবল লাইট ফরিস্তা মনে করো ? ফরিস্তা অর্থাৎ ডবল লাইট । তোমাদের যত হালকাভাব হবে ততই নিজেকে ফরিস্তা অনুভব করবে । ফরিস্তা সদা ঝকমক করবে, ঝকমক করার কারণ সবাইকে নিজের দিকে স্বতঃ আকৃষ্ট করে । এইরকম ফরিস্তার দেহ এবং দেহের দুনিয়ার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই । সেবার্থে তারা শরীরে থাকে, তাদের সম্পর্কের আধারে নয় । ফরিস্তা তাদের দেহগত সম্পর্কের আধারে থাকেনা, কিন্তু সেবার সম্বন্ধ অনুযায়ী থাকে । সম্বন্ধ সম্পর্কে ভেবে তারা প্রবৃত্তিতে থাকেনা, বরং এটাই তাদের সেবা মনে করে থাকে । সেই একই ঘর, একই পরিবার কিন্তু সেবার সম্বন্ধ । তারা কর্মবন্ধনের বশীভূত হয়ে থাকেনা । সেবার সম্বন্ধে 'কি' 'কেন'র প্রশ্ন থাকেনা । যেকোন ধরণের আত্মাই হোক, সেবার সম্বন্ধ প্রিয় হয় । যেখানেই দেহ সেখানেই বিকার । দেহের সম্বন্ধ থেকে বিকার আসে, যদি দেহের সম্বন্ধ না থাকে তবে বিকারও থাকেনা । যেকোনও আত্মাকে সেবার সম্বন্ধে যদি দেখ তো বিকারের উৎপত্তি হবেনা । এইরকম ফরিস্তা হয়ে থাকো, আত্মীয়-পরিজন হয়ে নয় । যেখানে সেবার ভাব থাকে সেখানে সদা শুভ ভাবনা থাকে, অন্য কোনো ভাব নয় । একেই বলা হয়ে থাকে, অতি ন্যারা এবং অতি প্রিয়, কমলসম । সকল পুরুষের থেকে উত্তম ফরিস্তা হও, তবেই দেবতা হবে ।

২) তোমরা সব বেগমপুরের বাদশাহ, নিজেদের সমস্ত রকম দুঃখের ঊর্ধ্বে সুখ-সংসারের অনুভাবী মনে করে চলো ? প্রথমে দুঃখের সংসারের অনুভাবী ছিলে, এখন দুঃখের সংসার থেকে বেরিয়ে সুখের সংসারের অনুভাবী হয়ে গেছ । সুখের এক মন্ত্র পাওয়ায় তোমাদের এখন দুঃখ সমাপ্ত হয়েছে ।

সুখদাতার সুখস্বরূপ আত্মা তোমরা, সুখের সাগর বাবার বাচ্চা । এই মন্ত্র তোমাদের দেওয়া হয়েছে । যখন মন বাবার প্রতি নিবদ্ধ, দুঃখ কিভাবে হবে ? মন যখন বাবাকে ছাড়া অন্য কোথাও নিবদ্ধ হয় তখনই মনের দুঃখ হয় । যদি তোমরা মন্মনাভব হও তো দুঃখ হতে পারে না । সুতরাং, তোমাদের মন বাবার দিকে নাকি আর অন্য কোথাও আছে ? যখন তোমাদের মন ভুল পথে চালিত হয় তখনই দুঃখ হয় । যখন সোজা রাস্তা আছে, তখন উল্টো পথে কেন যাও ? যে রাস্তায় যাওয়ায় নিষেধাজ্ঞা আছে, সেই রাস্তায় কেউ গেলে গভর্নমেন্টও জরিমানা ধার্য করে, তাই না ! রাস্তা যখন বন্ধই করে দেওয়া হয়েছে তবে কেন যাও সেখানে ? তোমরাই বলো, তন তোমার, মনও তোমার, ধনও তোমার, আমার বলে কিছুই নেই তবে দুঃখ সেখানে কিভাবে আসবে ? যদি প্রকৃতভাবেই তোমার তবে সেখানে দুঃখ নেই, যদি হয় আমার তবে দুঃখ আছে । তোমার তোমার বলতে বলতে তোমার হয়ে যায় ।

৩) সদা একবল, এক ভরসা স্থিতিতে থাকো তোমরা ? এক -এর
ওপর ভরসা অর্থাৎ বলের প্রাপ্তি । এমন অনুভব করো ? নিশ্চয়বুদ্ধি বিজয়ী , অন্য শব্দে বলা হয়, এক বল, এক ভরসা । নিশ্চয়বুদ্ধির বিজয় হবেনা, এমন হতেই পারেনা । যদি তোমার নিজের মধ্যে হবে কি হবে না'র সামান্যতম সংশয়ও থাকে , তবে বিজয়ও হবেনা । বিজয় প্রাপ্ত হবেনা, এমন কখনোই হতে পারেনা' , যদি নিজের , বাবার এবং ড্রামার প্রতি সম্পূর্ণ নিশ্চয় থাকে । যদি বিজয় না হয়, তবে কোনো না কোনো পয়েন্টে অবশ্যই নিশ্চয়ের অভাব আছে । যদি বাবার প্রতি নিশ্চয় থাকে তাহলে তোমার নিজের প্রতিও নিশ্চয় আছে । তোমরা যে মাস্টার, তাই না ! যখন তোমরা মাস্টার সর্বশক্তিমান অথরিটি তখন তো ড্রামার সবকিছু নিশ্চয়বুদ্ধি হয়ে দেখবে । এইরকম নিশ্চয়বুদ্ধি বাচ্চাদের ভিতরে সদা এই উৎসাহ থাকবে, আমার বিজয় তো হয়েই আছে । এমন বিজয়ীই বিজয় মালার দানা হয় । বিজয় তাদের উত্তরাধিকার । তোমাদের জন্ম-সিদ্ধ অধিকার হিসেবে তোমরা এই উত্তরাধিকার লাভ করো ।

মাতাদের সাথে সাক্ষাৎকারঃ -
বাপদাদাও সদাই মাতাদের নমস্কার জানান, কারণ তোমরা মাতারাই সেবাতে সদা প্রথম পদক্ষেপ করো । বাপদাদা মাতাদের গুণগান করেন । তোমরা কতো শ্রেষ্ঠ মাতা হয়ে গেছ, যা দেখে বাপদাদাও পুলকিত হন । ব্যস্ ! শুধু এই ভাগ্যকে স্মৃতিতে রেখে সদা খুশি থাকো । মনে খুশির গীত সদা বেজে চলুক, মাতাদের আর কি কাজই বা করতে হবে ! তোমরা ব্রাহ্মণ হয়েছ, শুধু গাইতে আর নাচতে হবে । মন থেকে নাচো আর মন থেকে গীত গাও । একেক জগৎ মাতা একেক দীপ প্রজ্বলিত করলে কতো দীপ জ্বলে উঠবে ! জগতের মাতারা জগৎ জ্যোতির প্রজ্বলন করছ, তাই না ! দীপ জ্বলতে জ্বলতে দীপমালায় পরিণত হয়েই যাবে । আচ্ছা ।

প্রশ্নঃ - সেবার সহজ সাধন, সবাইকে আকৃষ্ট করার সহজ সাধন বা পুরুষার্থ কি ?

উত্তরঃ - উৎফুল্ল চেহারা । যারা সদা উৎফুল থাকে তারা স্বতঃই সবাইকে আকৃষ্ট করে এবং সহজেই সেবার নিমিত্ত হয়ে যায় । মনের উল্লাস খুশির লক্ষণ । যখন লোকে খুশির চেহারা দেখে, তারা নিজে থেকেই জিজ্ঞাসা করে, তোমাদের কিসের প্রাপ্তি হয়েছে ! কিসের সন্ধান পেয়েছ তোমরা ! সুতরাং, তোমরা সদা খুশিতে থাকো, তোমরা কি ছিলে আর কি হয়েছ, এতেই সেবা হতে থাকবে ।

প্রশ্নঃ - তিলকের অর্থ কি ? কোন তিলক ধারণ করলে সদা নেশাতে আর খুশিতে থাকবে ?

উত্তরঃ - তিলকের অর্থ স্মৃতিস্বরূপ । সুতরাং সদা স্মৃতিতে যেন থাকে যে আমরা সিংহাসনাসীন । আমরা সেই হারানিধি আত্মা যারা পরমাত্ম - সিংহাসনের অধিকারী হয়েছি । এই তিলক ধারণ করলে সদা খুশি আর নেশায় থাকবো । এমনিতে বলা হয়ে থাকে, সিংহাসন এবং সৌভাগ্য । তোমাদের তখতাসীন হওয়ার সময় অর্থাৎ সৌভাগ্য হয়েছে । সুতরাং তোমরা সদা শ্রেষ্ঠ এবং সৌভাগ্য প্রাপ্ত আত্মা, এই নেশা আর খুশি যেন সদা থাকে ।

বরদানঃ - স্মরণ আর সেবা দ্বারা সমস্ত পরিভ্রমণ সমাপ্ত করে অগ্নিতে নিজেকে সমর্পণ করে প্রকৃত বহ্নি-পতঙ্গ ভব

যে বাচ্চারা স্মরণ আর সেবায় সদা বিজি থাকে, তারা সব রকম আবর্তন থেকে মুক্ত হয়ে যায় । যদি কোনও চক্র বাকি থেকে যায় তাহলে তোমরা চক্করই লাগাতে থাকবে । কখনো সম্বন্ধের চক্কর, কখনো স্বভাব-সংস্কারের চক্কর, এইরকম ব্যর্থের সব আবর্তন সমাপ্ত তখনই হবে যখন বুদ্ধিতে অগ্নি ব্যতীত অন্য কিছুই থাকবে না । অগ্নিতে যারা সমর্পিত হয়, তারা অগ্নিসম হয়ে যায় । এইভাবে যারা নিজেদের সমর্পণ করে দেয় তারাই প্রকৃত বহ্নি-পতঙ্গ ।

স্লোগানঃ - যারা প্রকৃত পারস অর্থাৎ পরশ-মণি হয়েছে, তাদের সঙ্গে লোহা সদৃশ আত্মারাও সোনা হয়ে যায় ।